



গণপতি

গণপতিহি! তাঁর মাথাটিহি তো প্রণব!

শ্রীধরস্বামীর গজানন আরততিবে বলা হচ্ছো

ওঙ্কারকৈস্বরূপ পরব্রহ্মাকার

সর্বাভয়বরূপ নতিং মোক্ষকর ।

সর্বামরনুতমার্চনসংস্কৃতপদযুগল

সর্বাগ্ৰণবিধিহিরহিরসর্বামররূপ ॥

শঙ্করাচার্যকৃত গণশেভুজঙ্গমে বলা হচ্ছো

যমকোক্ষরং নর্মলং নর্বিবকিল্পং

গুণাতীতমানন্দমাকারশূন্যম্ ।

পরং পারমোঙ্কারমাম্‌নায়গর্ভং

বদন্তি প্রগল্‌ভং পুরাণং তমীডে ॥

নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর গণপতশিতকে বলা হচ্ছো

নাম্না চন্তামণরিতি মূলাধারে মহাবরিড্‌ রূপে ।

সহস্রদ্বিধবুদ্ধিরিস্মিন্ সগুণমহাবাক্যগণপতরিভবসি ॥
মূলাবদিযাপ্রতিগিতদবেরত্বং হি প্লুতপ্রণবরূপী ।
বরিশিচহিরহিরবভিসিতযোং শক্ত্যা ত্মজাদভিরিবনিতঃ ॥
এছাড়া শারদাতলিক তন্ত্রতত্ত্বে এই গণপতাই ঔঁকার□
ঔঁকারমাদ্যং প্রবদন্তিসন্তো বাচঃ শ্রুতনিমপ্যিযে গুণন্তি ।
গজাননং দবেগণনতাঙ্ঘ্রি ভজহেহমর্দধনেদুকৃতা বতংসম্ ॥
এছাড়াও অজস্র প্রমাণের দ্বারা এটি সিদ্ধি হয় যে গণপতিনিজিহে প্রত্যক্ষ প্রণব,
তার তথা ঔঁকার। অপরাপর দবেতারা প্রণবকে দাবী করছেন□কিন্তু গণপতিনিজি
স্বরূপের দ্বারাই প্রণবকে প্রকাশ করছেন। যা অপরাপর দবেতারাও করতে
অসমর্থ। গণপতাই একমাত্র ঔঁকারমস্তক ধারণ করে আছেন।

পাঞ্চারাত্রং□

নারায়ণাংশকং সাক্ষাদাকাশাত্মকমব্যয়ম্ ।
হস্তবিক্তরসমায়ুক্তং লীলয়াগ্নটৌ সমুদ্ভবম্ ॥
দুষ্টপ্রধ্বংসনার্থায় যাগাগ্নটৌ পরমং হরমি ।
সরলভাষায়, দুষ্টনাশের জন্য নারায়ণের অংশ সাক্ষাৎ আকাশ অব্যক্ত হস্তবিক্তর
নয়িযে যজ্ঞকুণ্ড হতে আবর্তিত হন।

শব্দ তন্মাত্রেরে আধার আকাশ স্থূলরূপে গজাননই।
পুনশ্চ হরগৌরীও প্রণবকে আশ্রয় করলে গজমুখী হন□
বলিোক্য প্রণবং চাত্র ক্রমাত্তয়লোকয়ৎ ।
শম্ভুনা বীক্ষণাৎ তস্মাৎ প্রণবাদ্গজদম্পতী...
ইত্যুক্ত্বা প্রণয়াত্তটৌ তাববালোকযতামুভটৌ ।
তদা গজমুখস্তত্র প্রাদুরাসীদ্গণেশ্বরঃ ॥
আর তাই রুদ্রসূক্তেরে “নমস্তারায়” শব্দরে দ্বারা যে মূর্তকি বোঝায়, তা
গজবক্তর গণশেই।
এই রুদ্রসূক্তেই রুদ্রকে “নমো গণভেষ্যো গণপতভিষশ্চ বটৈ নমো নমঃ” বলা হয়েছে,
ভুললে চলবে না।

আর তাই সমস্ত মান্য পরম্পরা ও সর্বশাস্ত্রানুসারেই তার হলেন গণপতি।

ঔঁকারং পরমং ব্রহ্ম অক্ষরং শব্দমব্যয়ম্ ।
পার্বতীপ্রিয়পুত্রং তং প্রণমামি গণেশ্বরম্ ॥
ঔঁকারনলিয়ং দবেং গজবক্তরং চতুর্ভুজম্ ।
পচিণ্ডলিমহং বন্দে সর্ববঘ্নিনোপশান্তয়ৎ ॥